দৈনিক বাংলা

তারিখ ...0..1 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

22

সংসদে শ্রম প্রতিমন্ত্রী

প্রত্যেক থানায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান বলেছেন যে দেশের প্রত্যেক থানায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য সরকারের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সংসদে হাজী মোঃ সেলিমের আনীত বেসরকারী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনার জবাবদানকালে একথা বলেন।

উল্লেখ্য, গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল সংসদের বেসরকারী সদস্য দিবস। সংসদের চলতি অধিবেশনের দ্বিতীয় বেসরকারী সদস্য দিবসে বৃহস্পতিবার হাজী সেলিমের প্রস্তাবসহ ১০টি বেসরকারী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হাজী মোঃ সেলিমের প্রস্তাবটি সংসদে আলোচিত হয়। হাজী মোঃ সেলিমের আনীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে ঢাকার লালবাগ থানাধীন কামরাঙ্গীরচরে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দাবী জানান হয়।

সরকার দলীয় সদস্য হাজী মোঃ সেলিমের এ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব এনে সরকার ও বিরোধীদলের ৭ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন।

তারা শিক্ষিত বেকারদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেক থানায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। হাজী সেলিমের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সমর্থনে অন্যান্যের মধ্যে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন মসিউর রহমান, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, শেখ মোঃ নূরুল হক, কাজী সেকান্দর আলী, আবদুল লতিফ মির্জা, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান বলেন যে দেশে সরকারী হিসাব মতে ১০ লাখ শিক্ষিত বেকার রয়েছে। এদের কারিগরি প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থানের নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। তিনি জানান যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে এবং আরও ১২টি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের পর হাজী সেলিমকে তার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার আহ্বান জানালে হাজী মোঃ সেলিম তার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। এছাড়া, বৃহস্পতিবার অন্যান্য যারা সংসদে বেসরকারী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন তারা হলেন ঃ আবদুল লতিফ মির্জা (সিরাজগঞ্জ-৪); অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম (কুষ্টিয়া-২), কাজী সেকান্দর আলী (খুলনা-৩); সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী (কুষ্টিয়া-৪); শামসুর রহমান শরীফ (পাবনা-৪); গাজী মোঃ শাহজাহান (চট্টগ্রাম-১১) এবং নূরুল আমীন তালুকদার (নেত্রকোনা-৩)। বাকী ৯টি প্রস্তাব সংসদের পরবর্তী বেসরকারী সদস্য দিবসে আলোচনা করা হবে।